তারিখ 14 JUL 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১

দৈনিক
ইত্তেফাক

'ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ স্মরণীয় হয়ে থাকবেন'

বাংলা একাডেমিতে একক বক্তৃতা

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ স্মরণ অনুষ্ঠানে প্রফেসর ইমেরিটাস আনিসুজ্জামান বলেছেন, ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ ভাষা, সাহিত্য এবং সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার দরজা খুলে দিয়েছেন। বাংলা ভাষার উৎপত্তিকাল এবং বাংলা ভাষায় অনার্য প্রভাব সম্পর্কে তাঁর আবিষ্কার ছিল মৌলিক। তিনি বলেন, ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্র শেষ জীবনের অসামান্য কীর্তি আঞ্চলিক ভাষার অভিধান। গবেষণার পাশাপাশি নানা সামাজিক দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

বাংলা একাডেমি বুধবার বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত গবেষক, বহুভাষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র ৪৭তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে একাডেমির কবি শামসুর রাহমান সেমিনার কক্ষে একক বক্তৃতানুষ্ঠানের আয়োজন করে।

অনুষ্ঠানে বাঙালির রেনেসাঁ ও ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ শীর্ষক বক্তৃতা প্রদান করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সাবেক সভাপতি অধ্যাপক বেগম আকতার কামাল। সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির সভাপতি ইমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান। অনুষ্ঠানে শহীদুল্লাহ্-পুত্র চিত্রশিল্পী মুর্তজা বশীর উপস্থিত ছিলেন।

অধ্যাপক বেগম আকতার কামাল বলেন, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ছিলেন মনে-প্রাণে বাঙালি। ইতিবাচক মুসলিম জাগরণের আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে তিনি বাঙালিত্বের বিকাশ কামনা করেছেন। ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যবাদে আস্থা তাঁর জাতীয়তাবাদী চেতনা স্ফুরণের পথে কোনো বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। তিনি বলেন, ভাষাকে শহীদুল্লাহ্ বিবেচনা করেছেন জাতিগত উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির মাপকাঠি হিসেবে। এই জন্য পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ভাষা-প্রশ্নে তিনি বাংলার পক্ষে দৃঢ় অবস্থান নিয়েছেন। এক জীবনের প্রজ্ঞা ও আদর্শিক অভিযাত্রা তাঁকে বাঙালিত্বের পক্ষে এমন অসাধারণ উপলব্ধিতে উপনীত করে— 'আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালি। এটি কোনো আদর্শের কথা নয়, এটি একটি বাস্তব সত্য।'